Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

১৫ পৌষ ১৪৩১

DU in Media

30 December 2024

কালের কণ্ঠ

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ঢাবির চারুকলা অনুষদে গতকাল 'জয়নুল সম্মাননা ২০২৪' পদক তুলে দেওয়া হয়। ছবি : কালের কণ্ঠ

জনকণ্ঠ

ঢাবির চারুকলা অনুষদে জয়নুল উৎসবে অতিথিদের কাছ থেকে জয়নুল সম্মাননা স্মারক গ্রহণ করেন শিল্পী অধ্যাপক মিজানুর রহিম -জনকণ্ঠ

সংস্কৃতি সংবাদ

সম্মাননা প্রদানসহ নানা আয়োজনে জয়নুল উৎসব সমাপ্ত

সংস্কৃতি প্রতিবেদক ॥ রবিবার ছিল দেশের আধুনিক শিল্পকলার পথিকৃৎ শিল্পী শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের ১১০তম জন্মবার্ষিকী। সেই সুবাদে শিল্পাচার্যের জন্মদিনের সকাল থেকে সরব হয়ে ওঠে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ। সেই সরবতার মাঝে রং ছড়িয়েছে লোকজ বাংলার প্রতিচ্ছবিময় জয়নুল মেলা। জয়নুল উৎসবের অংশ হিসেবে অনুষ্ঠিত এই মেলাকে ঘিরে ছিল কারুশিল্পের অনুরাগীদের পদচারণা। শিল্পানুরাগীদের অনেকেই ঢুঁ মেরেছেন জয়নুল গ্যালারিতে চলমান চারুকলার শিক্ষকদের শিল্পকর্ম প্রদর্শনীতে। এ ছাড়া উৎসবের সমাপনী অনুষ্ঠান উপলক্ষে অনুষদের বকুলতায় ছিল বিশেষ আয়োজন। সকালের এই আয়োজনে প্রদান করা হয় 'জয়নুল সম্মাননা ২০২৪'। এই সম্মাননা পেয়েছেন শিল্পী অধ্যাপক মিজানুর রহিম ও শিল্পী অধ্যাপক রফিকুল আলম। এর আগে জয়নুল আবেদিনের সমাধিতে ফুলেল শ্রদ্ধা নিবেদনের মাধ্যমে শুরু হয় দিবসনির্ভর

সম্মাননা প্রদানসহ নানা

(১৬-এর পৃষ্ঠার পর)

কর্মসূচি। অন্যদিকে বিকেলে চারুকলার সাবেক ও বর্তমান শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয় নাচ, গান, আবৃত্তির সমন্বিত বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। সঙ্গে ছিল ফ্যাশন শো। উৎসবের সমাপনী অনুষ্ঠানে জয়নুল সম্মাননাপ্রাপ্ত দুই শিল্পীকে স্মারক ও মানপত্র তুলে দেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক নিয়াজ আহমদ খান। অসুস্থ থাকায় শিল্পী রফিকুল আলমের পক্ষ থেকে স্মারক গ্রহণ করেন তার স্ত্রী সুফিয়া আক্তার। বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) সায়মা হক ও জয়নুল আবেদিনের ছেলে প্রকৌশলী ময়নুল আবেদিন। সভাপতিত্ব করেন চারুকলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক মো. আজহারুল ইসলাম শেখ।

সম্মাননাপ্রাপ্তির অনুভূতি প্রকাশে মিজানুর রহিম গত শতকের ষাটের দশকে চারুকলায় ভর্তি হওয়ার সময় চাচা জয়নুল আবেদিনের কাছ থেকে অনুমতি পাওয়ার স্মৃতিকথা মেলে ধরেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক নিয়াজ আহমদ খান বলেন, জয়নুল আবেদিনের শিল্পকলার সঙ্গে পরিচিত না হয়ে বাঙালি হিসেবে গড়ে ওঠা যায় না। তাঁর আঁকা ছবিতে জীবনের সব মাত্রার স্পর্শ পাওয়া যায়। এ কারণে জয়নুল উৎসব আমাদের জীবনেরই উদ্‌যাপন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন, গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী বাংলাদেশে সবার একসঙ্গে থাকার প্রয়োজনীয়তা আরও স্পষ্ট হচ্ছে। সকলের মাঝে ঐক্য ধরে রাখতে এমন আয়োজন অনেক বেশি জরুরি।

সায়মা হক বলেন, সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারা এই উৎসবের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জয়নুল উৎসব সেই কাজটিই করেছে যথার্থভাবে। তিনি আরও বলেন, শিল্পাচার্যের কাজ সব সময় বৈষম্যহীন সমাজব্যবস্থার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

ময়নুল আবেদীন বলেন, আমার প্রিয় প্রাঙ্গণ এই চারুকলা অনুষদ। এখানে এলে সুন্দর সময় কেটে যায়। তাই চারুকলা অনুষদ নিজের বিচ্ছিন্ন হওয়ার কথা কখনোই ভাবতে পারি না।

সভাপতির বক্তব্যে আজহারুল ইসলাম শেখ বলেন, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সারা বিশ্ব ঘুরে দেখে উপলব্ধি করেছিলেন শিল্পকলার একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা হচ্ছে লোকশিল্প। তাই তিনি লোকশিল্পকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন এবং এই শিল্পের বিকাশে কাজ করেছেন।

গত শুক্রবার থেকে শুরু হওয়া জয়নুল মেলাকে ঘিরে চারুকলা অনুষদ যেন কারুপল্লীতে পরিণত হয়েছিল। রবিবার শেষ হওয়া এই মেলায় দেখা মিলেছে কারুশিল্পের রকমারি পণ্যসম্ভার। বাঙালির আপন ঐতিহ্যের পরিচয়বহ প্রতীকী পণ্যগুলো আগ্রহভরে দেখেছেন গ্রামীণ জীবনকে ফেলে আসা নগরবাসী। দেখার পাশাপাশি মেলার শেষ দিনে অনেকেই সংগ্রহ করেছেন গৃহসজ্জা থেকে প্রয়োজনীয় কিংবা শৌখিন পণ্য। সেই তালিকায় ছিল সতরঞ্জি থেকে নকশি কাঁথা, তাঁতের শাড়ি থেকে শীতল পাটি। আরও ছিল দেশের নানা প্রান্তের কারুশিল্পীদের গড়া শখের হাঁড়ি থেকে মণিপুরী তাঁতে তৈরি শাড়ি, গামছা থেকে দৃষ্টিনন্দন বিছানার চাদর। এসবের সঙ্গে অনেকেই আগ্রহ নিয়েছে দেখার পাশাপাশি সংগ্রহ করেছেন মৃৎশিল্প ও দারুশিল্পের তৈরি পণ্যসামগ্রী। অনুষদের চারুশিক্ষার্থীরাও অংশ নিয়েছেন এই মেলায়। সেই সুবাদে দেখা মিলছে অংকন ও চিত্রায়ন, ভাস্কর্য, গ্রাফিক ডিজাইন, ছাপচিত্র, প্রাচ্যকলা, মৃৎশিল্প, সিরামিকসহ বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীদের আঁকা ছবি, সমাচিত্র, তুহিন পাখি, পোশাকসহ নানা কিছু।

The Daily Sun

'Zainul Festival' concludes at DU

Daily Sun Report, *Dhaka*

To mark the 110th birth anniversary of Shilpacharya Zainul Abedin, the 3-day "Zainul Festival", organised by the Faculty of Fine Arts (FFA) of Dhaka University concluded on Sunday.

Dhaka University Vice-Chancellor Professor Niaz Ahmed Khan was present as the chief guest at the closing ceremony of the festival. Artists Mizanur Rahim and Rafiqul Alam were awarded the 'Zainul Sammanna 2024' for their contribution to art and art-based education in the ceremony.

Besides the awards ceremony, Zainul Utsab comprised a memorial lecture, a crafts fair, an exhibition of artworks by teachers and students of the faculty, a cultural show and others.

The exhibition featured 68 artworks displayed at the Zainul gallery, while the faculty and Bangladesh Folk Art and Crafts Foundation jointly organised the folk craft fair on the premises of the faculty with the participation of the country's folk artists in it.

Memorial lecture of the festival was presented by artist Md Abdus Sattar on Saturday at the Osman Jamal Auditorium of the FFA while Bangladesh Shilpakala Academy fine arts department director Mustafa Zaman dilivered the keynote paper.

Zainul Abedin was a Bengali painter who got the breakthrough in 1944 with his Famine Series paintings of 1943. In 1948 he helped establish the Institute of Arts and Crafts (now the Faculty of Fine Arts) at Dhaka University. He was given the title Shilpacharya (Great Teacher of the Arts) in Bangladesh for his artistic and visionary qualities.

The Business Standard

Prof Mizanur Rahim, Dr Rafiqul Alam awarded 'Zainul Honour 2024'

RECOGNITION - DHAKA

TBS REPORT

The 3-day Zainul Festival, marking the 110th birth anniversary of Shilpacharya Zainul Abedin, concluded yesterday, at Dhaka University. VC Prof Niaz Ahmed Khan (4th from left) attended the event as the chief guest. PHOTO: COURTESY

Prof Mizanur Rahim and Prof Dr Rafiqul Alam were awarded the prestigious 'Zainul Honour 2024' medal for their outstanding contributions to fine arts at the University of Dhaka's Zainul Festival closing ceremony on 29 December.

Vice-Chancellor Prof Niaz Ahmad Khan presented the awards, with Sufia Akter accepting the medal on behalf of her husband, Dr Rafiqul Alam, reads a press release.

The event, presided over by Faculty of Fine Arts Dean Prof Azharul dresses from Pro-Vice Chancellors Prof Saima Haque Bidisha and Prof Mamun Ahmed, along with Engr Moinul Abedin, son of Shilpacharya Zainul Abedin.

Students opened the ceremony with music and dance performances.

Paying tribute to Zainul Abedin, Prof Niaz Ahmad Khan highlighted the enduring relevance of tion's struggles and aspirations. He underscored the importance of fostering unity, expressing hope that events like the Zainul Festival would strengthen social solidarity.

The three-day festival, organised to mark the 110th birth anniversary of Zainul Abedin, began on 27 December with an inauguration by Treasurer Prof M Jahangir

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

১৫ পৌষ ১৪৩১

DU in Media

30 December 2024

সমকাল

জয়নুল উৎসবের সমাপনী অনুষ্ঠানে রোববার জয়নুল সম্মাননা-২০২৪ পদক প্রদান করেন ঢাবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান ● ফোকাস বাংলা

The New Age

Dhaka University vice-chancellor Professor Niaz Ahmed Khan, among others, poses for a photo at the concluding day of the three-day Zainul Utsab at the DU faculty of fine art on Sunday. — Press release

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

দৈনিক বর্তমান

বাংলাদেশের আধুনিক শিল্পকলার পথিকৃৎ শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের ১১০তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা অনুষদ আয়োজিত ৩-দিনব্যাপী জয়নুল উৎসব রবিবার শেষ হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান উৎসবের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে অধ্যাপক শিল্পী মিজানুর রহিম এবং অধ্যাপক শিল্পী ড. রফিকুল আলমকে 'জয়নুল সম্মাননা ২০২৪' পদক প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে উপাচার্য শিল্পকর্ম প্রদর্শনী ও মেলা পরিদর্শন করেন -বর্তমান

খোলা কাগজ

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের ১১০তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা অনুষদ আয়োজিত ৩-দিনব্যাপী জয়নুল উৎসব গতকাল শেষ হয় —খোলা কাগজ

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

১৫ পৌষ ১৪৩১

DU in Media

30 December 2024

প্রথম আলো

জয়নুল সংগ্রহশালা

আধুনিকায়ন প্রকল্পে কেন অনিশ্চয়তা

জয়নুল আবেদিন শুধু একজন বিখ্যাত শিল্পীই নন, তিনি ছিলেন বাংলাদেশের শিল্প ও চারুকলার অগ্রগণ্য ব্যক্তিত্বও। পূর্ববঙ্গের চিত্রশিল্প শিক্ষার প্রসারে আমৃত্যু প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন তিনি। যার কারণে তাঁর উপাধি হয় 'শিল্পাচার্য' এবং বাংলাদেশে একমাত্র তিনিই এ উপাধিতে জনমনে স্বীকৃত। সেই জয়নুলের সংগ্রহশালা আধুনিকায়নের উদ্যোগ নেওয়া হলেও তা থমকে আছে। বিষয়টি হতাশাজনক।

ময়মনসিংহ নগরীর পাশে ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে ১৯৭৫ সালে তৎকালীন উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালার উদ্বোধন করেন। পরে সেখানে দোতলা ভবন করা হয়। এ কাজে পর্যাপ্ত জমিসহ একটি বাড়ি অধিগ্রহণ করে তৎকালীন সরকার। সংগ্রহশালাটি জয়নুল আবেদিনের নানা চিত্রকর্ম ও ব্যবহার্য জিনিসপত্র দিয়ে সাজানো হয়। সংগ্রহশালায় প্রথমে ৭৩টি চিত্রকর্ম স্থান পেয়েছিল, যার অধিকাংশ তৈলচিত্র। নজরকাড়া ছবির মধ্যে ছিল শিল্পীর বিভিন্ন দেশ ভ্রমণকালে অঙ্কিত ছবি, গুনটানা, নদী পারাপারের অপেক্ষায় পিতা-পুত্র ও দুর্ভিক্ষ। এখান থেকে ১৭টি অতি আকর্ষণীয় ছবি ১৯৮১ সালে চুরি হয়ে যায়। এর মধ্যে ১০টি ১৯৯৪ সালে আবার উদ্ধার করা হয়।

সংগ্রহশালাটিকে ঘিরে সেখানে গড়ে উঠেছে একটি উদ্যান। ময়মনসিংহ নগরীর মানুষের প্রাণ খুলে নিশ্বাস নেওয়ারও একমাত্র জায়গা সেটি। ফলে অনেক মানুষ সেখানে ভিড় করেন। সংগ্রহশালাটিতে জয়নুলের চিত্রকর্ম দেখতে দর্শনার্থীর সংখ্যাও দিন দিন বাড়ছে। যে কারণে সংগ্রহশালাটি আধুনিকায়ন করার কথা থাকলেও এর কাজ থমকে আছে। ২০২২ সালের দিকে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজও হয়। প্রায় আড়াই শ কোটি টাকা খরচে সংগ্রহশালা আধুনিকায়নের পাশাপাশি সেখানে সাংস্কৃতিক কমপ্লেক্স স্থাপন করার কথা ছিল। সম্ভাব্যতা যাচাই ও নকশাও করা হয়, কিন্তু সে উদ্যোগ আটকে রয়েছে।

সংগ্রহশালার উপকিপার মুকুল দত্ত বলেন, 'প্রকল্পটি মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম শেষে একনেক হয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে, এতটুকু আমাদের জানা। উদ্যোগটি বাস্তবায়ন হলে সংগ্রহশালাটি আরও বেশি প্রাণ পাবে।' ময়মনসিংহ বিভাগীয় চারুশিল্প পর্ষদের সভাপতি মো. রাজন বলেন, সংগ্রহশালায় বর্তমানে শিল্পীরা কম যান। বছরে একটি প্রদর্শনী ছাড়া যাওয়া-আসা নেই। কারণ, সমসাময়িক সময়ে যাঁরা ছবি আঁকছেন, তাঁদের প্রদর্শনীর জন্য গ্যালারি সহজলভ্য নয় এবং খরচ বেশি। গ্যালারির মানও ভালো নয়। সমসাময়িক শিল্পীরা এখানে সহজে প্রদর্শনীর সুযোগ পেলে সংগ্রহশালাটি আরও বেশি প্রাণবন্ত হবে এবং শিল্পের বিকাশেও ভূমিকা রাখবে। এর জন্য এটি আধুনিকায়ন ও সংস্কৃতিক কমপ্লেক্সটি দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে।

গতকাল রোববার শিল্পাচার্যের ১১০তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়। আমরা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। আমরা আশা করব, সংগ্রহশালাটির আধুনিকায়নের কাজ শুরু হবে। প্রকল্পটি দ্রুত বাস্তবায়নে উদ্যোগ নেবে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়।

দিনকাল

শেষ হলো জয়নুল উৎসব

দিনকাল রিপোর্ট

শিল্পকলায় অনন্য অবদানের জন্য অধ্যাপক শিল্পী মিজানুর রহিম এবং অধ্যাপক শিল্পী ড. রফিকুল আলমকে 'জয়নুল সম্মাননা ২০২৪' পদক প্রদান করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান গতকাল রবিবার জয়নুল উৎসবের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে তাঁদের হাতে এই পদক তুলে দেন। অধ্যাপক শিল্পী ড. রফিকুল আলমের পক্ষে পদক গ্রহণ করেন তাঁর স্ত্রী সুফিয়া আক্তার। উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিল্পকলার ইতিহাস বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক > পৃ ৭ ক ৫ >

শেষ হলো জয়নুল উৎসব

শেষ পাতার পর

শিল্পী ড. রফিকুল আলম একজন বিশিষ্ট শিল্পসমালোচক, গবেষক, শিল্পকলার ইতিহাসবিদ এবং রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক শিল্পী মিজানুর রহিম চারুশিল্পের একজন স্বনামধন্য শিক্ষক ও গবেষক।

চারুকলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আজহারুল ইসলাম শেখের সভাপতিত্বে সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ এবং শিল্পাচার্য-পুত্র প্রকৌশলী ময়নুল আবেদিন বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। অনুষদের শিক্ষার্থীদের সংগীত ও নৃত্য পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, তাঁর শিল্পকর্মের মাঝে আমাদের সংগ্রামের ইতিহাস খুঁজে পাই। জাতি হিসেবে আমরা একটি ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছি উল্লেখ করে তিনি বলেন, গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে আমাদের মধ্যে ঐক্য ধরে রাখা খুবই জরুরি। সকলের মধ্যে ঐক্য গড়ে তুলতে জয়নুল উৎসবের মতো আয়োজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

বাংলাদেশের আধুনিক শিল্পকলার পথিকৃৎ শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের ১১০তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা অনুষদ ৩-দিনব্যাপী বর্ণাঢ্য এই উৎসব আয়োজন করে। গত ২৭ ডিসেম্বর ২০২৪ শুক্রবার উৎসবের উদ্বোধন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। গতকাল ২৮ ডিসেম্বর ২০২৪ উৎসবের দ্বিতীয় দিনে স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন অধ্যাপক ড. মো. আব্দুস সাত্তার। আজ ২৯ ডিসেম্বর ২০২৪ জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার, বিভিন্ন শিল্পীগোষ্ঠী ও শ্রেণি-পেশার মানুষ শিল্পাচার্যের সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। বিকেল সাড়ে ৩টায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শেষ হয় উৎসব। এতে অনুষদের বর্তমান ও প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা সংগীত, আবৃত্তি, নৃত্য ও ফ্যাশন শো পরিবেশন করেন। উৎসব উপলক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের হস্তশিল্পী এবং অনুষদের শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন শিল্পকর্ম নিয়ে আয়োজন করা হয় লোকশিল্প মেলা। এছাড়া, অনুষদের শিক্ষকবৃন্দের নির্বাচিত শিল্পকর্ম নিয়ে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

১৫ পৌষ ১৪৩১

DU in Media

30 December 2024

প্রথম আলো

চারুকলায় শেষ হলো জয়নুল উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের ১১০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদে শুরু হওয়া তিন দিনব্যাপী জয়নুল উৎসব শেষ হয়েছে গতকাল রোববার। গতকাল সকালে বাংলাদেশের আধুনিক শিল্পকলার পথিকৃৎ জয়নুল আবেদিনের সমাধিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় উৎসবের শেষ দিনের কর্মসূচি। এরপর চারুকলা অনুষদের বকুলতলায় শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে গান-নাচ পরিবেশনার মধ্য দিয়ে শুরু হয় সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান ও আলোচনা পর্ব। এ বছর 'জয়নুল সম্মাননা ২০২৪' পেলেন শিল্পী অধ্যাপক মিজানুর রহিম ও শিল্পী অধ্যাপক রফিকুল আলম। দুই গুণীজনের হাতে ক্রেস্ট ও মানপত্র তুলে দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়াজ আহমদ খান।

সমাপনী দিনের সকালের এ আয়োজনের প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য নিয়াজ আহমদ খান বলেন, জয়নুল আবেদিনের শিল্পকলার সঙ্গে পরিচিত না হয়ে বাঙালি হিসেবে গড়ে ওঠা যায় না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য সায়মা হক বলেন, সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারা আয়োজনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। জয়নুল উৎসব তাই করতে পেরেছে। তিনি বলেন, শিল্পাচার্যের কাজ সব সময় বৈষম্যহীন সমাজব্যবস্থার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

শিল্পী মিজানুর রহিম তাঁর বক্তব্যে গত শতকের ষাটের দশকে চারুকলায় ভর্তি হওয়া ও চাচা জয়নুল আবেদিনের কাছ থেকে অনুমতি পাওয়া স্মৃতিকথা উল্লেখ করেন। অসুস্থ থাকায় শি রফিকুল আলমের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলে শ্রী সুফিয়া আক্তার। শিল্পাচার্য জয়নুল আবে ছেলে প্রকৌশলী মইনুল আবেদীন বলেন, খারাপ হলেই চারুকলা অনুষদে আসি। সময় কাটাই। এই চারুকলা থেকে আমরা যেন কখনো বিচ্ছিন্ন ছিলাম না।'

অনুষ্ঠানে মঞ্চে থাকা অতিথিদের উত্তরীয় পরিয়ে দেন চারুকলার ডিন মো. আজহারুল ইসলাম শেখ। তিনি বলেন, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সারা বিশ্ব ঘুরে দেখে জেনেছিলেন, শিল্পকলার একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা লোকশিল্প। তাই এখানে গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

১৫ পৌষ ১৪৩১

DU in Media

30 December 2024

দেশ রুপান্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের বকুলতলায় গতকাল 'জয়নুল উৎসবে' নৃত্য পরিবেশন করেন শিল্পীরা মারুফ রহমান

দৈনিক বাংলা

বাংলাদেশের আধুনিক শিল্পকলার পথিকৃৎ শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীনের ১১০তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা অনুষদ আয়োজিত তিন দিনব্যাপী জয়নুল উৎসবে গতকাল বায়স্কোপ দেখায় মেতে উঠেছেন দর্শনার্থীরা। ছবি: সৈয়দ মাহামুদুর রহমান

আজকের পত্রিকা

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের ১১০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদে তিন দিনব্যাপী জয়নুল উৎসবের শেষ দিন ছিল গতকাল। এ উপলক্ষে অনুষদের বকুলতলায় নৃত্য পরিবেশন করেন শিক্ষার্থীরা। আজকের পত্রিকা

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

১৫ পৌষ ১৪৩১

DU in Media

30 December 2024

The country Today

Zainul Festival begins at DU

DU Correspondent

The 3-day Zainul Festival, marking the 110th birth anniversary of Shilpacharya Zainul Abedin, a pioneer of modern art in Bangladesh, began at the Faculty of Fine Arts of Dhaka University on Friday.

Dhaka University Treasurer Prof Dr. M. Jahangir Alam Chowdhury inaugurated the festival as the chief guest.

The inaugural ceremony was attended by Dean of the Faculty of Fine Arts Professor Dr. Azharul Islam Sheikh, Emeritus Professor Md. Abul Hashem Khan, Professor Dr. Md. Abdus Sattar,

Continued to page 2

Zainul Festival begins

Proctor Associate Professor Saifuddin Ahmed, Shilpacharya-son Engineer Moinul Abedin, Director of Bangladesh Folk and Crafts Foundation Kazi Mahbubul Alam, CEO of Berger Paints Bangladesh Limited Md. Mohsin Habib Chowdhury, Biplob Saha, the head of Bishwarang, and teachers, students and artists of the faculty were present.

Treasurer Professor Dr. M Jahangir Alam Chowdhury said in his inaugural speech that organizing this festival is a wonderful initiative to highlight the country's art and culture.

It is worth noting that the Faculty of Fine Arts has been organizing this festival every year on the occasion of the birth anniversary of Shilpacharya Zainul Abedin. This year's festival has been organized with various programs including a folk art fair with various artworks of handicraftsmen and students of the faculty from different parts of the country, an exhibition of selected artworks by faculty teachers, a commemorative speech, the presentation of the 'Zainul Sammanna' medal, and cultural performances.